MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYALAYA
DEPT. OF BENGALI (UG)
ASSIGNMENT

Topics: 1. বাংলা কাব্য সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের অবদান লেখ।

2. বাংলা কাব্য কবিতার জগতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবদান লেখ।

3. ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্য সাহিত্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা লেখ।

FULL NAME: BANASHRI GIRI

Roll NO: 15

Class: B.A (HONS)

Sem: III

Academic Year: 2023-24

Date of Submission: 30.11.2023

Banashri Giri

Students Signature

14.12.2023

Professor Signature

২) ② বাংলা কাব্য কবিতার জগতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবদান—

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের বিপুল আলোড়ন ও তারুণ্য বিক্ষোভের গর্ভ থেকে কাব্য চেতনার নতুন আদর্শ ও গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-৭৩) বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে আবির্ভাব। বাংলা কাব্যে আধুনিকতার প্রবর্তক তিনি। পাশ্চাত্য আদর্শে মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য, পত্রকাব্য, গীতিকাব্য প্রভৃতি রচনা করে বঙ্গভাষার ভাণ্ডারকে ভরিয়ে তুলেছেন। সমালোচক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাই তাঁর সম্পর্কে বলেছেন—

"মধুসূদন ৭ বছরের মধ্যে ৭০ বছরের ইতিহাস এগিয়ে দিয়ে গেলেন।"—

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন—

"আধুনিক বাংলা ~~কাব্যের~~ কাব্য শুরু হয়েছে মধুসূদন দত্ত থেকে। তিনি প্রথম ভাঙনের এবং সেই ভাঙনের ভূমিকার ওপরে গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে।"—

বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময়কর প্রতিভা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি আধুনিক যুগের প্রথম মহাকবি, প্রথম পত্রকাব্য রচয়িতা, প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক, প্রথম সনেটকার এবং প্রথম নীতিকবিও বটে। বায়রনের মতো কবি-খ্যাতি লাভ করবার আশায় প্রথমে ইংরেজীতে সাহিত্য রচনা করেন এবং লেখেন

"The Captive Ladie" এবং "Visions of the Past" নামক কাব্য (১৮৪৮-৪৯)। কিন্তু ইংরেজিতে যশ না পেয়ে বেথুন সাহেবের পরামর্শে এবং বন্ধু গৌরদাস বসাকের অনুরোধে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। রচনা করেন —

i) 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০)

ii) 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬১)

iii) 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২)

iv) 'চতুর্দশপদী কাব্য' (১৮৬৫)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্য ৪ সর্গে রচিত 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০) মহাভারতের আদিপর্বের উপাখ্যান অবলম্বনে কাব্যটি রচিত। কাব্যটির মূল বিষয় — দুই দৈত্য ভ্রাতা সুন্দ ও উপসুন্দের পরাক্রমে দেবতারা স্বর্গচ্যুত হয়ে ব্রহ্মার স্মরনাপন্ন হলে দৈববাণী অনুযায়ী বিশ্বের সমস্ত বস্তু থেকে তিল তিল করে সৌন্দর্য আহরন করে তিলোত্তমা সুন্দরীর সৃষ্টি হয় এবং দুই দৈত্য ভ্রাতা তার অধিকার নিয়ে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ে নিহত হয়। এই কাব্যের বিশেষত্ব হলো —

i) এতে বাংলা কাব্যের প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও স্তবক ব্যবহারের পরিচয় লক্ষিত হয়।

ii) এই কাব্যের মধ্য দিয়ে বাংলা আখ্যান কাব্যের সূচনা ঘটে।

iii) অসুর চরিত্রকে হৃদয়ের যে সহানুভূতি দিয়ে অঙ্কন করেছেন কবি তা বাংলা কাব্যে এর পূর্বে দেখা যায়নি।

iv) পাশ্চাত্য রোমান্টিক কাব্য রচনার প্রকরনগত অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় আলোচ্য কাব্যের মধ্যে।

মধুসূদনের দ্বিতীয় কাব্য 'মেঘনাদবধ' কাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। রামায়নের লঙ্কাকান্ডে বর্ণিত লঙ্কেশ্বর রাবনপুত্র ইন্দ্রজিৎ তথা মেঘনাদের মৃত্যুর কাহিনীকে অবলম্বন করে ৯টি সর্গে কাব্যটি রচিত। কাব্যটির মধ্যে সমগ্র রামায়নের মোট ৩ দিন ও ২ রাত্রির বর্ণনা রচিত হয়েছে। কাব্যটির বিশেষত্ব হলো —

i) গ্রীক মহাকাব্যের আদর্শে এই কাব্য পরিকল্পিত হলেও এটি খাঁটি মহাকাব্য না হয়ে আলংকারিক বা সাহিত্যিক মহাকাব্যে রচিত হয়েছে।

ii) কাব্যটির কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্র পরিকল্পনায় কবি পাশ্চাত্যের হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিলটন প্রমুখকে অনুসরন করলেও কাব্যালংকার এবং ভাষাভঙ্গিমায় তিনি ব্যাস বাল্মিকী কে গ্রহন করেছেন।

iii) এই কাব্যে কবি রাম-লক্ষ্মণের তুলনায় রাবণ-ইন্দ্রজিৎকে নব যুগের দৃষ্টিতে মাহিমান্বিত করেছেন। সেই সঙ্গে Jollowe fellow' রাবনের দুঃখ নৈরাশ্য এবং Favourite Indrajit-এর শোচনীয় পতনকে সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন।

iv) বীররসে কাব্য রচনার প্রতিশ্রুতি দিয়েও কবি করুন রসকে প্রাধান্য করে তুলেছেন কাব্যে। কাব্য ভাষা, অমিত্রাক্ষর ছন্দের ধ্বনি মাধুর্য, বিষয় গৌরব, সমস্তই মহাকাব্যের ঔদার্যতা ও বিশালতাকে ঘনিয়ে তুলেছেন।

মধুসূদন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা' Ode জাতীয় গীতিকাব্যধর্মী রচনা। এই কাব্যের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের রনতূর্য নেই, আছে যশোদা নন্দনের সুমধুর বংশীধ্বনি। কৃষ্ণ বিরহে উন্মত্ততা রাধার বিলাপোক্তি এই কাব্যের মূল বিষয়। কাব্যটির বিশেষত্ব হলো—

i) বাংলা সাহিত্যে প্রথম Ode জাতীয় রচনা হিসেবে কাব্যটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

ii) তিনি ব্রজের রাধাকে একান্ত মানবীরূপে উপস্থাপিত করেছে এই কাব্যের মধ্যে।

iii) কাব্যটি পয়ারে ত্রিপদী ছন্দের বৈচিত্র্যময় বিন্যাস অন্ত্যমিল প্রবনতা অভিনবত্ব লাভ করেছে, পরম আস্বাদনীয় হয়ে উঠেছে।

প্রসিদ্ধ রোমক কবি ওভিদের Heroides বা Epistle of Heroines পত্রকাব্যের আদর্শে মধুসূদন দত্ত ভারতীয় পুরানের অঙ্গনাদের নিয়ে পত্ররীতিতে রচনা করেছেন বীরাঙ্গনা কাব্যখানি। কবির ২২টি পত্র রচনার পরিকল্পনা থাকলেও ১১টি সম্পূর্ন পত্র এবং ৫টি অসম্পূর্ন পত্রে কাব্যটি শেষ করেন। কাব্যের নায়িকারা ঊনিশ শতকীয় নবজাগরন প্রসূত দৃঢ়তা নিয়ে বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষনা করেছেন। তাই কবি তাদের বীরাঙ্গনা বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন। এই কাব্যের বিশেষত্বের দিকগুলি হলো—

i) এর উৎস প্রাচীন পৌরানিক সাহিত্য, কিন্তু মূল আদর্শ পাশ্চাত্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং ঊনবিংশ শতকীয় নারীজাগরন।

ii) এই কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগে নাটকীয় ধর্ম ফুটে উঠেছে। তাই অনেকে একে নাটকীয় একোক্তি বলেছেন।

iii) তিলোত্তমায় যে অমিত্রাক্ষরের যে সূচনা, মেঘনাদবধে পূর্নবিকাশ এবং বীরাঙ্গনায় তার চরম পরিনতি দেখা যায়।

iv) কাব্যটির বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা, সমকালীন জীবন-দৃষ্টির আলোকে চরিত্রচিত্রন ভাষা-ছন্দ-অলংকারের কারুকার্য প্রশংসনীয়।

ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে অবস্থানকালে কবি পেত্রার্ক মিলটন এবং শেক্সপিয়রের আদর্শে বাংলা সনেট রচনা করেন এবং চতুর্দশপদী কবিতাবলি নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। মোট ১০৩ টি সনেটের মধ্যে স্বদেশকথা, বাল্যস্মৃতি, নদ-নদী, দেব-দেউল, কাব্য কাহিনীর স্মৃতিপ্রাধান্য পেয়েছে। কবি মধুসূদনের নিভৃত অন্তরাত্মা যথার্থই উন্মোচিত হয়েছে এই সনেট সংকলনে।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে কবি মধুসূদন দত্তের অবদানগুলি হলো -

i) মধুসূদনের কাব্য আধুনিক যুগের বার্তাবহ। বাংলা কাব্যে নবজাগরণ প্রসূত যুগচেতনা এবং জীবনবোধ সঞ্চারিত করেছেন তিনি।

ii) মধুসূদন পাশ্চাত্য কবিদের আদর্শে কাব্যের বিভিন্ন রূপ ও রীতির সূচনা ঘটিয়েছেন। তিনি বাংলায় মহাকাব্য, গীতিকাব্য, পত্রকাব্য, এবং সনেটের প্রথম উদ্ভাবক।

iii) মধুসূদন বাংলাকাব্যকে পয়ারের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের সার্থক প্রয়োগে বাংলা ভাষাকে আধুনিক যুগোপচিত বাণী বহনে সক্ষমতা দান করেছেন।

iv) মানবতাবাদ আধুনিকতার বড়ো লক্ষণ। মধুসূদনের কাব্যের নায়ক-নায়িকারা পৌরাণিক চরিত্র হলেও আধুনিক যুগের ভাব-ভাবনায় ও জীবনবোধের আলোকে চিত্রিত। এক্ষেত্রে মধুসূদনই প্রথম মানব-মহিমার মহামন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন।

v) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনচিন্তা, নারীপ্রগতি প্রভৃতি চিন্তা-ভাবনা তাঁর কাব্যকে আধুনিকতার আলোকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

সর্বোপরি বলা যায়, মধুসূদন বাংলা কাব্যে পুরাণ কাহিনী ও চরিত্রকে নবযুগের নতুন জীবনসত্যের বোধের আলোকে, অঙ্কন নৈপুণ্যে, ছন্দের মুক্তি সাধনে, উপযুক্ত শব্দচয়নে, শিল্পবোধে, বলিষ্ঠ কাব্যরূপ সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে পুরাতন কাব্যযুগের অবসান ঘটিয়ে নতুন যুগের সূচনা করেছেন। এই নবসৃষ্টির কৃতিত্বকে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মূল্যায়িত করেছেন এভাবে -

"তিনি কলম্বাসের ন্যায় দুস্তর সমুদ্রপথ অতিক্রম করিয়া নতুন মহাদেশের আবিষ্কার না করিলে সেই নবাবিষ্কৃত ভূমিখণ্ডে নানা বিচিত্র ছাঁদের উপনিবেশ পরবর্তীরা এত দ্রুত গতিতে গড়িয়া উঠিত না।" —

(বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা)